শামীমা বেগম, পিপিএম
যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (ট্রান্সপোর্ট) ডিএমপি, ঢাকা

শামীমা বেগম এর জন্ম ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়া থানার হিরাপুর গ্রামে নানার বাড়িতে। বাবা মো. আবুল কাসেম ভূঁইয়া, মা জুলেখা খাতুন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কান্দিপাড়ায় আট ভাইবোন ও প্রতিবেশীদের নিবিড় সান্নিধ্যে মফস্বলের ছায়াঘেরা সুন্দর পরিবেশে তার বেড়ে ওঠা। জেলা শহরে শৈশব, কৈশোর কলেজ পেরিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএসএস সম্পন্ন করেন। এছাড়াও তিনি ২০১৮ সালে Master in Applied Criminology and Police Science এর উপর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন।

শামীমা বেগম ২৫ জানুয়ারি ১৯৯৯ সালে ১৮ তম বিসিএস ব্যাচে (সহকারী পুলিশ সুপার) পদে যোগদান করেন। বাংলাদেশ পুলিশে যোগদানের পর বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদায় এক বছর মৌলিক প্রশিক্ষণ শেষ করে তিনি আরএমপি, ডিএমপি, পুলিশ স্টাফ কলেজ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন ।

বর্তমান কর্মস্থল : তিনি বর্তমানে যুগ্ম কমিশনার (পরিবহন) ডিএমপি, ঢাকা হিসেবে কর্মরত আছেন।

পূর্ববর্তী কর্ম অভিজ্ঞতা সমূহ:

উইমেন সাপোর্ট এন্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন : ডিএমপিতে ২০১১-২০১৪ এ উইমেন সাপোর্ট এন্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশনের ডিসি হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে এর আওতাধীন ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার, ইনভেস্টিগেশন ইউনিট, কুইক রেসপন্স টিমের মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের মানসিক, সামাজিক ও আইনগত সহায়তার মাধ্যমে সেবার এক নতুন দ্বার উন্মোচন করেন। দায়িত্ব পালনকালে তিনি 'জীবন স্তব্ধ জেগে ওঠে শব্দ' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়াও ভিকটিম সার্পোট সংক্রান্ত তথ্য মূলক ডকুমেন্টারি 'জেগে আছি আমরা' নির্মাণ করেন।

ইউএনডিপির পুলিশ রিফর্ম প্রজেক্টে ভিকটিম সাপোর্ট এক্সপার্ট হিসাবে অভিজ্ঞতা : পরবর্তীতে ২০১৫ সালে লিয়েনে ইউএনডিপির পুলিশ রিফর্ম প্রজেক্টে ভিকটিম সাপোর্ট এক্সপার্ট হিসাবে যোগদান করে ঢাকাসহ মোট ০৮ টি ভিকটিম সাপোর্ট প্রতিষ্ঠায় সহযোগীতা ও অপারেশনাল বিষয়ক পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। যার মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও নারী বান্ধব পরিবেশে সেবা ও আস্থা অর্জনের ভরসা স্থল তৈরি হয়েছে।

কমান্ড্যান্ট (ভারপ্রাপ্ত) পিটিসি টাঙ্গাইল : তিনি অতিরিক্ত ডিআইজি পদে পদোন্নতির পর পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার টাঙ্গাইলে কমান্ড্যান্ট (ভারপ্রাপ্ত) হিসাবে ২০২০ সালে সফলতার সাথে অর্পিত প্রশিক্ষণ ও প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। কর্মরত থাকাকালিন সময়ে মানবিক কাজের অংশ হিসাবে পিটিসি এলাকার অসহায় দরিদ্র মানুষের জন্য ফি চিকিৎসা ব্যবস্থা করেন, শীতকালে দরিদ্র মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন, করোনা কালীন সময়ে ও বন্যায় এলাকাবাসিদের ত্রাণ বিতরণ করেন।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন : তিনি ২০০৬-০৭ সালে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে ইয়ামাসুক্র আইভিরিকোস্টে BANFPU-2 কন্টিনজেন্ট এবং ২০১০-১১ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন সুদানে UNMISS এ দায়িত্ব পালন করে দু'বার জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা পদক (peace keeping madel) অর্জন করেন।

পদক অর্জন : তিনি পেশাগত দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতি স্বরুপ ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানে জন্য ২০১৪ সালে প্রেসিডেন্ট পুলিশ মেডেল পিপিএম, ২০১৩ সালে আইজিপি গুড সার্ভিস ব্যাজ এবং বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন এওয়ার্ড ২০১৬ এ কমিউনিটি সার্ভিস এওয়ার্ড অর্জন করেন।

পেশাগত নেটওয়ার্ক ও এসোসিয়েশনের সাথে সম্পৃক্ততা: পেশাগত দায়িত্বের পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন নেটওয়ার্ক (বিপিডব্লিউএন) এর সহ-সভাপতি হিসাবে বাংলাদেশ নারী পুলিশের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, সচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মশালা আয়োজনসহ নারী ও শিশু নির্যাতন রোধে সচেতনতা মূলক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে ছাত্রীদের নিরাপদ জীবন গঠন ও ভবিষ্যতে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং পেশায় যোগদান করে দেশ সেবার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। নিজেকে একজন সংবেদনশীল এবং মানবিক চেতনার মূল্যবোধে প্রগতিশীল মানুষ ভাবতে পছন্দ করেন।

Iternational associatin of women police (IAWP) : Iternational associatin of women police (IAWP) এর Region 22, Coordinator হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং প্রশিক্ষণ, সভা সেমিনারসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

তাছাড়াও তিনি বর্তমানে বিসিএস উইমেন নেটওয়ার্কে যুগ্ম মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এ সকল নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে আয়োজিত কর্মশালা ও সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নারীদের পেশাদায়িত্ব বৃদ্ধি, নারী ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখছেন। এছাড়া কমিউনিটি পর্যায়ে নারী ও শিশু নির্যাতন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কর্মশালা অংশগ্রহণ করে থাকেন।

তিনি বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস এসোসিয়েশনের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া পুলিশ কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে ২০১৫-২০১৮ সাল পর্যন্ত ডিরেক্টর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

বিদেশ ভ্রমণ অভিজ্ঞতা: তিনি পুলিশ চাকরি জীবনে বিভিন্ন কনফারেন্স, সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী ও স্পিকার হিসাবে অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইতালি, স্পেন, ভারত, নেপাল, কসোভো, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সুদান, আইভেরিকোষ্ট সহ ২০ টির অধিক দেশে ভ্রমণ করেন। উক্ত ভ্রমণ অভিজ্ঞতা ও পেশাদারিত্ব, নেতৃত্ব ও নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে জেন্ডার ও নারী উন্নয়ন বিষয়ক অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে অবদান রাখছেন ।

প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ: তিনি পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সৃজনশীল কাব্য ও সম্পাদনায় অনুরাগী। তিনি ২০১৪ সালে ভিকটিম সার্পোট এন্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশনে ডিসি হিসাবে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে ভিকটিমদের জীবন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক গ্রন্থ জীবন স্তব্ধ, জেগে ওঠে শব্দ সম্পাদনা করেন।

প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ 'প্রতীতি': মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, পুলিশ হবে জনতার এ প্রদীপ্ত চেতনাকে বোধে, মননে, কর্মে, প্রেরণায় ধারণ করে মুজিব জন্মশত বর্ষপূতির আয়োজনে গভীর শ্রদ্ধায় স্মারণ করে পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার টাঙ্গাইলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎসর্গ করে স্মারক গ্রন্থ "প্রতীতি" প্রকাশিত হয়েছে। টাঙ্গাইল পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, মহেড়া জমিদার বাড়ি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে রচনা করেছেন তথ্যভিত্তিক স্মরকগ্রন্থ ''প্রতীতি''। প্রতীতি প্রকাশনার প্রধান পৃষ্ঠপোষক: ইন্সপেক্টর জেনারেল ড. বেনজীর আহমেদ, বিপিএম (বার)।

একুশে বইমেলায় প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ- স্মৃতির উঠোন, ভালোবাসার অনুকাব্য।

যুগল প্রকাশনা 'চিত্রকাব্য': শামীমা বেগম ও নবীন চিত্র শিল্পী নওরিন ফারহানা নিশি এর যুগল প্রয়াসে প্রকাশিত হয়েছে চিত্রকলা ও কাব্যের সমন্বয়ে ''চিত্রকাব্য''। দু'জনের সৃজনশীল ভাবনার চিত্র ও কাব্য যাদুকারী এক ছোয়ায় বাঙময় হয়ে ফুটে উঠেছে এ চিত্রকাব্যে।

ইতোমধ্যে প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহ শামীমা বেগমের সৃজনশীল ভাবনায় আর লেখনীতে বঞ্চিত মানুষদের জন্য সেবা ও মানবিকতা এবং দেশ কাল, মাটি ও প্রকৃতির মায়া চিত্রায়িত হয়েছে জীবন বোধের গভীর ভাবনা হতে। এছাড়া তিনি বিভিন্ন সৃজনশীল লেখনীর মাধ্যমে পুলিশ ডিটেকটিভ মুখপত্র ও বিপিডব্লিউএনের প্রকাশিত ম্যাগাজিন সমূহে ভূমিকা রাখছেন।

পারিবারিক জীবন : স্বামী মো. মনির হোসেন, যুগ্ম কমিশনার (অপারেশন্স) ডিএমপি, ঢাকা হিসাবে বর্তমানে কর্মরত আছেন। একমাত্র কন্যা তাওসিয়া তাবাস্সুম রায়া ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যায়নরত আছে। রায়ার ভবিষ্যত ইচ্ছা ও স্বপ্ন প্রকৃতি, পশুপাখি আর শিশুদের নিয়ে মুভি করা ও পশু পাখিদের পরিচর্যা করার জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা। ছবি আঁকা সৃজনশীল লেখনীতে রয়েছে শিশু রায়ার আগ্রহ। তার প্রথম সৃজনশীল শিশুতোষ গ্রন্থ The Circle of Life (জীবনবৃত্ত) ২০২০ এর গ্রন্থমেলায় প্রকাশিত হয়েছে।

শামীমা বেগম জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত ও তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত বহুমুখী নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের অংশ হিসাবে বাংলাদেশ নারী পুলিশের অগ্রযাত্রায় এক গর্বিত সহযাত্রী।